কিতাবুল মোকাদ্দস, ইঞ্জিল শরীফ ও ঈসায়ী ধর্ম

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ৮. কুরআনে তাওরাত ইঞ্জিল প্রতিষ্ঠার নির্দেশ

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

কুরআনে তাওরাত ইঞ্জিল প্রতিষ্ঠার নির্দেশ

ঈসায়ী প্রচারকগণ বলেন: কুরআন বলেছে সকল কিতাব বিশ্বাস করতে হবে, কাজেই সকল কিতাবের বিধান মানতে হবে। আপনি তাকে বলুন, বিশ্বাস করার অর্থ বিধান পালন নয়। পূর্ববর্তী নবীগণ এবং গ্রন্থগুলো যে সত্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে ছিল তা বিশ্বাস করতে কুরআন নির্দেশ দিয়েছে। কুরআন সেগুলোকে পালন করতে নির্দেশ দেয় নি; বরং বারংবার উল্লেখ করেছে যে, সেগুলোকে তাদের অনুসারিগণ বিকৃত করেছে; এজন্য আল্লাহ তাওরাত-ইঞ্জিলের প্রয়োজনীয় বিধানগুলি কুরআনের মধ্যে সন্নিবেশিত করে কুরআনকে সংরক্ষক বানিয়েছেন (মায়িদা ৪৮)। এখন কুরআন পালনের মাধ্যমেই শুধু তাওরাত-ইঞ্জিল পালন-প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। আমরা পূর্ববর্তী রাষ্ট্রপ্রধানদের বিষয়ে বিশ্বাস করি যে, তারা দেশের বৈধ রাষ্টপ্রধান ছিলেন, কিন্তু তাদের নির্দেশ মান্য করি না; বরং সর্বশেষ রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশ মান্য করি। পূর্ববর্তী সংবিধানগুলোকে বৈধ সংবিধান ছিল বলে বিশ্বাস করি, কিন্তু সর্বশেষ সংবিধান পালন করি; কারণ পূর্ববর্তী সংবিধানগুলি মৌলিক বিষয় সর্বশেষ সংবিধানে সংরক্ষিত।

ইয়াহূদী-খৃস্টানগণ দাবি করতেন যে, তারা তাওরাত-ইঞ্জিল পালন করেন। আল্লাহ তাদেরকে বলেন, আল্লাহ সর্বশেষ যে কিতাব তাদের জন্য নাযিল করেছেন তা পালন না করা পর্যন্ত তাদের মুক্তি নেই। আল্লাহ বলেন: "বলুন, 'হে কিতাবীগণ! (১) তাওরাত, (২) ইনজীল ও (৩) 'যা তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা তা' প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত তোমাদের কোন ভিত্তিই নেই..." (৫-মায়িদা ৬৮)। আল্লাহ জানালেন যে, ইয়াহূদী-খৃস্টানদেরকে নাজাতের জন্য কুরআন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আর এ আয়াতকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে খৃস্টানগণ বলেন যে, মুসলিমদেরকে নাজাতের জন্য তাওরাত-ইঞ্জিল প্রতিষ্ঠা করতে হবে! তারা আয়াতের প্রথম (আপনি বলুন, হে কিতাবীগণ) কথাটুকু এবং শেষ (ও যা তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ) কথাগুলি গোপন করেন।

খৃস্টান প্রচারককে বলুন: আল্লাহ এ নির্দেশ কাদেরকে দিতে বললেন। তিনি হয়ত বলবেন: কুরআনের নির্দেশ তো সকল মুসলিমের জন্য। কথাটি ডাহা মিথ্যা! কুরআনে আল্লাহ কাফিরদেরকে নির্দেশনা দিয়ে বলেছেন (বলুন, হে কাফিরগণ...)। কখনো ইয়াহূদী-খৃস্টানদেরকে নির্দেশনা দিয়ে বলেছেন: (বলুন, হে কিতাবীগণ...)। এ সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ তাঁর মহান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে যে নির্দেশ দিয়েছেন তা মুসলিমদের জন্য প্রযোজ্য; কিন্তু কাফির, ইয়াহূদী, খৃস্টান বা কাফিরদেরকে যা বলেছেন তা মুসলিমদের জন্য প্রযোজ্য নয়। অর্থাৎ মুসলিমদের দায়িত্ব ইয়াহূদী-খৃস্টানদেরকে বলা: তোমরা তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআন কায়েম না করা পর্যন্ত নাজাত পাবে না।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=11172

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন